শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত

৫। অশ্বিনী মনোদুঃখে কয়,
পাখী হরিগুরু বোল বলে না করি কি উপায়।
ও সে বাহ্য কথা বলে সদায়,
পাখী তোর জংলী ভাষা ত্যাগ হলনা।।

১৪৭ নং তাল-একতালা

শ্রীধাম ওড়াকান্দি চল যাই, এমন দিন আর হবে নারে ভাই।
এল দয়া করি, দয়াল হরি, হেরে তাপিত প্রাণ জুড়াই।।
১। প্রভুর মনে অভিলাষ, জগৎ করতে হরিদাস,
হরিচন্দ্র নামে এবার হয়েছে প্রকাশ।
এবার পুরা'তে ভক্তের অভিলাষ, এল ক্ষীরোদের গোঁসাই।।
২। প্রভুর ব'লছে বারে বার, করে সত্য অঙ্গীকার,
হরি নামটি বিনে জীবের গতি নাইরে আর।
হরিনাম ভিন্ন, গতি নাই অন্য, সাক্ষী তিনকড়ি গোঁসাই।।
৩। যত যোগী ঋণিগণ, তারা ছেড়ে যোগ সাধন,
বৈষ্ণবের কুটি নাটি দিয়ে বিসর্জ্জন।
এবার প্রেমানন্দে করে কীর্ত্তন, হরি বলে ছাড়ে হাই।।
৪। অন্য তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান, ছাড় ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান,
প্রেমানন্দে কর হরি নামামৃত পান।
হরি প্রেম সাগরে উঠেছে বান, আনন্দের আর সীমা নাই।।
৫। গাঁসাই মহানন্দ কয়, যে জন ওড়াকান্দি যায়,
গয়াকাশী দিবানিশি তারে দেখতে চায়।
গোঁসাই তারকচাঁদ কয়, দিন বয়ে যায় অশ্বিনী তোর ভাগ্যে নাই।।

১৪৮ নং তাল-গড়খেমটা

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি দয়াময়।
অনন্তনা পেয়ে অন্ত (রে) নাম রাখলেন অনন্তময়।।
১। রসবতী শ্রীমতী রমণ, প্রেম রসেতে তনু মাখা বাঁকা দু'নয়ন।
মুখে মৃদু হাসি করে বাঁশী (রে) মোহনচূড়া হেলেছে বায়।।